৫৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 23 JAN 1994 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

# রাজধানীতে স্কুল ভর্তি সমস্যা ও

খুরশীদ আলম

সন্তানের বয়েস পাঁচ ছ' বছর হয়ে গেছে। কোন এক সুন্দর সকালে নতুন জামা-কাপড় পরে নিরুদ্বিগ্ন বাবার হাত ধরে দুরু দুরু বক্ষে সন্তান পাঠশালা বা পণ্ডিত মশায়ের কাছে আসল। এভাবেই তার প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার্জন শুরু হয়ে গেল কোন ঝুট ঝামেলা ছাড়াই। কিন্তু এখনকার চিত্র এত জটিলতামুক্ত নয়। স্কুলে ভর্তি করার জন্যে এখন অভিভাবক পান চিবিয়ে হাস্যোজ্জ্বল হওয়ার মতো মানসিক অবস্থায় তো নেইই বরং দুশ্চিন্তায় তাঁর কপালে অকালে ভাঁজ পড়ার অবস্থা। অধুনা নাগরিক জীবনের সবচেয়ে উদ্বেগজনক জটিলতা হলো সন্তানকে কোন ভাল স্কুলে ভর্তি করানো। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আসন সংখ্যা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতায় তরুণ সমাজের হতাশা দীর্ঘদিনের। কিন্তু একেবারে নিচু ক্লাসে যেখানে একজন শিশুর শিক্ষায় হাতেখড়ি হয় সেখানে ভর্তির ব্যাপারেও সমস্যা। সব অভিভাবকেরই প্রাণান্ত চেষ্টা তাঁর সন্তানকে একটা ভাল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষায় শিক্ষিত করানো। কারণ প্রথমেই শিশুকে একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করানো গেলে মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত একটা দীর্ঘসময় নিশ্চিন্ত থাকা যায়। অথচ ঢাকায় ভর্তিযোগ্য ছাত্রছাত্রীর চেয়ে আসন সংখ্যা একেবারেই কম। অবস্থাটা এমন যে, ছোট্ট এ তরী ঠাঁই নাই ওরে ঠাঁই নাই। ঢাকায় মোট সরকারী স্কুল রয়েছে চব্বিশটা। প্রয়োজনের তুলনায় এটা অপ্রতুল। কারণ এ স্কুলগুলোতে মোট শূন্য আসনের সংখ্যা ছ' হাজারের মতো। ওদিকে ফি বছর ঢাকা শহরে প্রায় ৬০/৭০ হাজার শিশু ভর্তির জন্য চেষ্টা করছে। সুতরাং বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, একটা আসনের জন্য গড়ে দশটা শিশু প্রতিযোগিতায় নামছে। এর মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটা স্কুলে একটা আসনের জন্য ২০ বা ততোধিক ছাত্রও চেষ্টা করে থাকে। তবে গড়পড়তা হিসাবে দেখা যায় সরকারী স্কুলগুলোর কোনটার মানই নিরুৎসাহিতজনক নয়। অন্যদিকে কতিপয় বেসরকারী স্কুলেও ঈর্ষণীয় ফলাফল দৃষ্ট হওয়ায় সব অভিভাবকের একমাত্র চেষ্টা যে কোন উপায়েই হোক তাঁর সন্তানকে উক্ত যে কোন স্কুলে ভর্তি করতে হবে। অথচ এটা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয় তাতো 'জলবৎ তরলং'। তাছাড়া নিচু ক্লাসে তবুও আসন সংখ্যা উপরের ক্লাসগুলোর তুলনায় বেশি। সরকারী স্কুলের তুলনায় বেসরকারী স্কুলগুলোতে মাসিক বেতন ও আনুষঙ্গিক খরচও অনেক বেশি। একজন নিম্নবিত্ত মানুষ ইচ্ছা করলেই এসব স্কুলে তাঁর সন্তানকে পড়ানোর কথা ভাবতে পারেন না। এছাড়া ব্যবসায়িক সুবিধার কথা চিন্তা করেই হোক অথবা বিরাজমান ভর্তি সমস্যার তীব্রতায় উৎকণ্ঠিত হয়েই হোক এসব স্কুলে একাধিক শাখায় এমনকি একাধিক শিফটে প্রচুর ছাত্র ভর্তি করা হয়। এটাকে শুভ লক্ষণ হিসাবে ধরে নিতে পারলে আত্মশ্লাঘা হতো। কিন্তু তেবে দেখা দরকার এহেন অবস্থায় স্বাভাবিক ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ঠিক থাকে কিনা। কারণ কোথাও কোথাও দেখা যায় একই ক্লাসে ৬৫-৭০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক সময় দেন ৪০-৫০ মিনিট। রোল কলের ১০-১৫ মিনিট বাদ দিলে যে সময়টা থাকে তাতে প্রত্যেকের তো নয়ই হাতেগোনা কয়েকজনের পড়া আদায় করেও পরদিনের পড়া বোঝানোর সময় কোথায়? এজন্যেই আজকালের শিক্ষার্থীরা স্বাবলম্বী হতে পারছে না। ফলত স্কুলের পর তাকে আবার অন্যত্র প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হয়। তাই শুধু আসন সংখ্যা নয় প্রয়োজনমতো যথেষ্ট দক্ষ শিক্ষকও নিয়োগ করা দরকার। কারণ সমস্যার একচোখা সমাধান করে কোন লাভ নেই।

প্রভাবও এড়ানো দায়। অথচ গার্হস্থ্য অর্থনীতি বলে যে— শিশুদের যতটা সম্ভব 'না বলা' থেকে বিরত থাকা উচিত, এমনকি কোন ছোটখাটো ক্ষতিস্বীকার করেও তাদের ইতিবাচক উত্তর দেয়া দরকার।

ভর্তি সমস্যায় জনগণের সাথে সাথে কম উৎকণ্ঠিত নন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত কর্তাব্যক্তিগণ। কারণ তাঁরাও এ সমাজেরই অন্তর্গত। তাঁদের আন্তরিক চেষ্টায়ও ঘাটতি আছে বলে মনে হয় না। তবে আমাদের মতো দেশে যেখানে সাধ আর সাধ্যের বিস্তর ফারাক, সেখানে শুধু নিটোল আন্তরিকতায় চিড়া ভিজে না। ভর্তি সমস্যার তীব্রতা হ্রাসের জন্য কতিপয় মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে আলাপ করে যা জানা গেছে তা সংক্ষেপে উল্লেখিত হলো। তাঁদের উদ্দেশে নিম্নোক্ত তিনটা প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। ১। ভর্তি সমস্যার প্রকটতা কিভাবে হ্রাস করা যায়। ভর্তির তীব্র সমস্যা শুধুমাত্র কয়েকটা স্কুলে সীমাবদ্ধ থাকার কারণ কি?

২। চাপ কমানোর জন্য আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এতে ছাত্র-শিক্ষকের স্বাভাবিক অনুপাত বিঘ্নিত হচ্ছে। এটা আপনারা কিভাবে মোকাবিলা করছেন?

৩। কারও কারও মতে প্রতি ওয়ার্ডে স্কুল স্থাপিত হলে ঐ ওয়ার্ডের শিক্ষার্থীরা উক্ত স্কুলেই ভর্তি হলে ভর্তি সমস্যা লাঘব হয়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

প্রথমেই মতিঝিল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী সৈয়দা নাসিমা হায়দার ক্রমান্বয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন।

১। যে সকল বিদ্যালয়ে ডবল শিফট চালু হয়নি সে সকল বিদ্যালয়ে তা চালু করা।
—স্কুলের সংখ্যা বাড়ানো।
—আসবাবপত্র, বিজ্ঞান সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থাকরণ।
—শিক্ষকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করে শূন্যপদ পূরণ।
—দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ।
—বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মানোন্নয়ন।

২। আসনসংখ্যা বাড়ানোতে ভর্তি সমস্যা নিরসনে কিছুটা সমস্যার সমাধান হচ্ছে। বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ ও আসনের ব্যবস্থা না করে ভর্তির সংখ্যা বাড়ালে জটিলতা প্রকট হবে এবং মেধাবীদের সুযোগ বিনষ্ট হবে।

৩। সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভর্তি সমস্যার সমাধান হবে দ্রুত।

ভিকারুননেসা নুন ... হামিদা, আলীর অসু... শাখার প্রধান শি... বেগমের সাক্ষাতকারে ... উল্লেখ করা হলো।

১। —স্কুলের সংখ্যা বা...
—একাধিক শিফট চালু...
—পাশাপাশি শিক্ষা... ঘটানো দরকার।

ঢাকা শহরের ... প্রতিষ্ঠানের মান এক... শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মা... কারণে অভিভাবক... প্রতি আগ্রহী হয়ে ভি...

২। আসন সংখ্যা ... অত্র স্কুলে সীমিত স... সংখ্যা বাড়ানো হয়ে...

৩। প্রতি ওয়ার্ডে ... প্রতিষ্ঠা হলে বর্তমান ... সমাধান হবে। বি... প্রতিষ্ঠা করলেই ...

*সরকারী উদ্যোগে স্কুল আরও বেশিমাত্রায় সরকারীকরণ করা দরকার। দাত... নেতিবাচক মনোভাব থাকলে একাজ কিছুটা দুরূহ। একেবারে নতুন ভবন তৈরি ক... চেয়ে বেসরকারী স্কুল সরকারীকরণ করে সেখানে পুরনো অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগে... যেতে পারে। আমাদের দেশে তথা ঢাকা শহরে স্কুলের সংখ্যা নিহায়ৎ কম নয়। কি... মাত্র গুটিকয়েক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। তাই একদিকে ঠাঁই নেই আর অন্যদিকে বিজ্ঞ... খুঁজতে হয়। সরকারী নীতিমালা এমনভাবে প্রণীত হওয়া দরকার যাতে সব ... একইভাবে চলবে। কেউ খাঁটি গব্যঘৃতের স্বাদ পাবে আর অন্য কেউ ভোজ্য তে... রকম বৈষম্য ভাল ফল দিতে পারে না।*

বেসরকারী স্কুলের মধ্যে আইডিয়াল স্কুলে মোট শূন্য আসন সংখ্যা যেখানে ২৮০টির মতো, সেখানে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে তিন সহস্রাধিক শিক্ষার্থী। ঢাকার ভিকারুননেসা নুন স্কুলের অবস্থাও একই রকম। উনিশটার মতো সরকারী স্কুলে ডবল শিফট চালু আছে। এছাড়া প্রায় সব স্কুলেই ধারণ ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে কিছু না কিছু আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় বিন্দুবৎ। তাই দীর্ঘমেয়াদী কোন চিন্তা-ভাবনা থাকা দরকার যা আমাদের সমস্যার জটিল আবর্ত থেকে বের হয়ে আসতে সহায়তা করবে।

ক্যাডেট কলেজগুলোতে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য কোন কোন সুচতুর শিক্ষার্থী সপ্তম শ্রেণী অন্য স্কুলে পড়ে অবশেষে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় এক বছর নষ্ট করেও। আজকাল ভাল স্কুলগুলোতে ভর্তিচ্ছুদের অধিকাংশও অন্য কোন স্কুলে অন্তত এক বা একাধিক বছর হলেও পড়াশোনা করে। অর্থাৎ শিক্ষাজীবন শুরু করার আগেই শিক্ষাবর্ষের অপচয় ঘটে। আসলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে আসা সব শিক্ষার্থীর মেধা প্রায় একই মানের। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের যে, আমরা তাদের ভর্তির সুযোগ করে দিতে পারছি না বলেই প্রথমেই নেতিবাচকতার দিকে ঠেলে দিতে হচ্ছে। জীবনের শুরুতেই তাদের নিরাশ করে কোমল মনে একটা ভীতিজনক অবস্থা সৃষ্টি করা হয়, যার বিরূপ

ছাত্র-শিক্ষকের আ... রাখতে হবে ও ... দরকার। এ সকল ... নির্দিষ্ট এলাকার ... করে দূরের স্কুল... না।

আইডিয়াল স্কু... ফয়জুর রহমানে... করা হলে সম... সাক্ষাতকার ... জ্ঞাপন করেন। ল্যাবরেটরি স্কু... করে সহকার... মহোদয়ের কা... প্রধান শিক্ষক ই... ব্যস্ত থাকায় এ... সমর্থ হবেন না... একথা বলা অস... সমস্যা নিরসনে ... আগ্রহ ও সহযো... আমরা অন্ধকারে...

সরকারী উদ্যো... বেশিমাত্রায় ... দরকার। দাতা ... মনোভাব থাকলে ... একেবারে নতুন ... স্থাপনের চে... সরকারীকরণ ... অভিজ্ঞ শিক্ষক ... যেতে পারে। ঢাকা শহরে ... কম নয়। কি... গুটিকয়েক শি...

ছিল। ম্যানেজছিল খুব। ধারালো ...
পূর্ণ স্বাদ যেন ও পায়। আমি ওর ...
ম। বিউটির জীবন এমনিই রাঙিয়ে ...

... কাটালাম। এখন রাত্রি সাড়ে ...
অবশ্য অবশ্য গুছিয়ে লেখার কথা ...
টানো কথার থোকা থোকা ফুলে ...
র দফতরি কায়দাতেও তাই কিছু ...
াকে যখন খুশী আকাশে উড়িয়ে ...
মাটিতে নামিয়ে আনব।
আমার মনের জানালায় যখন ...
হয়ে উঠি। মিঃ ওয়াকেস-এর ...
জে করার যে কি ঝকমারি তা, ...
মধ্যে আনন্দ যে নাই তা নয়। ...
মানসিক শুশ্রূষা।

...ব সাজালাম। এরা নতুন সাজে ...
আজ বিকেলে ওদেরকে অফিসে ...



মিসেস ওয়াকেস এসে নিয়ে যাবেন ...
...কন্যা। আজ মরহুম শহীদ তাজউ...
...ম। অনেকের সাথে দেখা হল।
...দেখা করলাম। মনের জোর আছে ...
...মায়েৎ হয়ে গেল।
...সাথে বিয়ের মজলিসে গিয়েছিলাম।
...সেনের সাথে দেখা। আরও অনেকে ...
...রে করে এমনি গতর বানিয়েছেন।

কত শ্রমিকের সেদিন সলিল ...
পারেনি কেউ কোন দিন। মুলুকে ...
পারেনি। মাত্র কয়েকজন শ্রমিক ...
লোক দেখানোর জন্য সে সুযোগ ...
পর ফিরে এলো বাগানে। এমন ...
না। রক্তের বন্যায় ডুবে গেল শ্রমি...
আড়কাটি। আবদ্ধ তারা গিরমিটে ...
নারায়ণছড়া চা বাগানে প্রথম ...
নারায়ণছড়া চা বাগানে শ্রমিক ...
১৯২১ সালে স্বদেশে যাবার ...
চাঁদপুর পর্যন্ত পদযাত্রা এবং কা...
নদী পার করার পর চা শ্রমিকরা ...
সাহস করেনি। কোথাও তাদে...
পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৩৮ সা...
অন্যতম নেতা দিগেন্দ্রনাথ দাস ...
শ্রমিকদের সংগঠিত করার চিন্তা ...
কাছাড় চা বাগান মজদুর ইউনি...
সহসভাপতি দিগেন্দ্রনাথ দাস ও ...
কুমার দত্ত ও সহকারী সম্পাদক ...
একটি চার্টার অব ডিমান্ড তৈরি ...
শ্রমিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ইউনি...